# দ্য টু-সেন্টিমিটার ডেমন

বেশ কয়েক বছর আগে, এক সাহিত্য সম্মেলনে জর্জের সঙ্গে আমার পরিচয়। মাঝ বয়েসী লোকটির গোলগাল চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত সারল্য। এ লোককে সহজেই বিশ্বাস করা যায়, প্রথম দর্শনে তাই মনে হল আমার।

আমার বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে ছবি দেখে আমাকে চিনে ফেলল জর্জ। হাসি মুখে জানাল আমার গল্প-উপন্যাসের সে মস্ত ভক্ত।

'আমি জর্জ বিটারনাট,' আমার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের পরিচয় দিল সে।

'বিটারনাট,' নামটা পুনরাবৃত্তি করলাম আমি, যেন মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে চাইছি।

'অদ্ভুত নাম।'

'ড্যানিশ,' বলল সে। 'এবং বেশ অ্যারিস্ট্রোক্রেটিক। আমি নূট মানে ডেনিশ রাজা ক্যানূটের বংশধর যিনি একাদশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ড জয় করেন। আমার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন তার ছেলে। তবে বাপের মতো হতে পারেনি সে, জানেনই তো।'

'জানি বৈকি,' বিড়বিড় করলাম আমি। তবে এতে গর্ব করার কী আছে বুঝতে পারলাম না।

'বাপের নামে মিলিয়ে তারো নাম রাখা হয় নূট,' বলে চলল জর্জ। 'তাকে যখন রাজার কাছে আনা হয় রয়েল ডেন বলেন, 'বাই মাই হেলিদম, এই কি আমার উত্তরাধিকার?'

'ঠিক তা নয়।' ছোট্ট নূটকে কোলে দোলাতে দোলাতে জবাব দেয় দূত।

'এ অবৈধ, এর মা ধোপিনী, যাকে আপনি—'



www.banglainternet.com

'অহ্' বলেন রাজা, 'বেশ।' তারপর থেকে তার নাম রাখা হয় বেটারনূট। ওই নামটাই পরে সামান্য বদল হয়ে আমার ক্ষেত্রে এসে ঠেকেছে বিটারনূট।'

নীল চোখের সম্মোহনী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল জর্জ আমার দিকে।

আমি বললাম, 'আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন?' হাত তুলে সুসজ্জিত রেস্টুরেন্টটা দেখলাম। ওখানে শুধু মোটাসোটা মানিব্যাগের অধিকারীদের জন্যে। জর্জ বলল, 'রেস্টুরেন্টটা একটু বেশি চটকদার না? আর ওটার অপর পাশের লাঞ্চ কাউন্টারটা হয়তো—'

'আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন,' বললাম আমি।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল জর্জ। 'এখন রেস্টুরেন্টটাকে যেন আরেকটু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওটাতে বাড়ির মতো একটা পরিবেশ রয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে লাঞ্চ করা যায়।'

মূল কোর্সে হাত চালাতে চালাতে জর্জ বলল, 'আমার পূর্ব-পুরুষ বেটারনূটের একটি ছেলে ছিল, নাম সুইয়িন। ভালো ডেনিশ নাম।'

'জানি' বললাম আমি। 'রাজা নূটের বাবার নাম ছিল সিউয়েন ফর্কবিয়ার্ড। আধুনিক সময়ে নামটি উচ্চারিত হয় ভেন বলে।'

সামান্য ভুরু কুঁচকে গেল জর্জের, 'এ নিয়ে আপনাকে জ্ঞান দান করতে হবে না। বুঝতে পারছি এসব বিষয়ে আপনার পড়াশোনা প্রচুর।'

লজ্জা পেলাম আমি। বললাম, 'সরি।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জর্জ, যেন এসব কিছু না। আরেক গ্লাস ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে বলল, 'সুইয়িন বেটারনূট সুন্দরী মেয়ে দেখলে গলে যেত, এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সব বিটারনূটদের ছিল। আর মেয়ে পটাতে ওস্তাদ লোক ছিলেন সুইয়িন বেটারনূট। শোনা যায়, সুইয়িনকে ছেড়ে চলে আসার পরে অনেক মহিলাই নাকি মাথা দোলাতে দোলাতে বলত, 'কী একজন সুইয়িন ছিল। তিনি একজন আর্কিমেজও ছিলেন।' বিরতি দিল সে। তারপর চট করে জিজ্ঞেস করল, 'আর্কিমেজ কি চেনেন?'

'না,' মিথ্যা কথা বললাম আমি। আবার নিজের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে অপদস্থ হতে চাই না। 'বলুন তো।'

'আর্কিমেজ হল মাস্টার ম্যাজিশিয়ান,' জানাল জর্জ, যেন আমি সঠিক জবাব দিতে পারিনি বলে খুশি হয়েছে। 'সুইয়িন গুপ্ত বিদ্যা চর্চা করতেন। ওই সময় এটা করা যেত কারণ আধুনিক ও বিশ্রী নাস্তিক্যবাদের তখন


www.banglainternet.com

জন্ম হয়নি। তিনি জাদুবিদ্যার সাহায্যে সুন্দরী মেয়েদের মন জয় করার চেষ্টা করতেন। আর এ কাজে তার দানবদের দরকার হতো। তিনি বিশেষ কিছু মিষ্টি ভেষজ পুড়িয়ে দানব শক্তিকে আহ্বান করতেন।'

'এতে কাজ হতো, মি: বিটারনূট ?'

'দয়া করে আমাকে জর্জ বলে ডাকবেন। অবশ্যই এতে কাজ হতো। তার অধীনে একদল দানব ছিল, তার সমস্ত কাজ করে দিত।'

'সব সত্যি ?'

'অবশ্যই। গতবার গরমে আমি তার একটা বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। ওতে দানব আহ্বান করার তন্ত্রমন্ত্রের কথা লেখা ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা ইংরেজ দুর্গে বইটির সন্ধান পাই আমি। বইটির মালিক ছিল আমাদের পরিবার। আসল ভেষজের তালিকার কথা উল্লেখ ছিল বইতে, কিভাবে ওগুলো পোড়াতে হবে, ক' কদম হাঁটতে হবে, দানব শক্তিগুলোর নাম, মন্ত্র ইত্যাদি সবকিছু। পুরান ইংরেজিতে লেখা ছিল ওসব—অ্যাংলো-স্যাক্সন—আপনি তো জানেনই— আমি একজন ভাষাবিদ এবং—' সন্দেহ হল আমার। 'আসলে আপনি ঠাট্টা করছেন।' বললাম আমি। কটমট করে তাকাল সে আমার দিকে। 'এ রকম মনে হবার কারণ কী ?' আমি বাজে বকছি মনে হচ্ছে ? ওটা খাঁটি একটা জিনিস ছিল। নিজে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'এবং দানব পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই,' নিজের কোটের বুক পকেটের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওটার মধ্যে আছে ?'

জর্জ তার পকেট স্পর্শ করল, ঝাঁকাল মাথা। আঙুলের ডগায় কিছু একটার ছোঁয়া পেতে চাইল সে। কিন্তু পেল না। পকেটের ভেতরে উঁকি দিল।

'ও চলে গেছে,' অসন্তোষের গলায় বলল জর্জ। অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে এজন্যে ওকে দোষ দেয়া যাবে না। গত রাতেও সে আমার সঙ্গে ছিল। কারণ এই সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে একটা আগ্রহ লক্ষ করেছিলাম ওর মধ্যে। আইড্রপারে ওকে হুইস্কি খেতে দিয়েছিলাম। মদটা ওর পছন্দও হয়েছিল। তবে একটু বেশিই বোধহয় পান করে ফেলেছিল। খাঁচার কাকাতুয়াটার সাথে মারামারি করার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে সে। পাখিটাকে গালাগাল দিতে শুরু করে। তবে পাখিটা ওর ওপর হামলে পড়ার আগেই সে ঘুমিয়ে যায়। তবে আজ সকালে ওর মুড ভালো দেখিনি। সম্ভবত বাড়ি চলে গেছে।'



www.banglainternet.com

মন চাইল প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলি। এসব আমাকে সে বিশ্বাস করতে বলছে?

'আপনি বলছেন আপনার বুক পকেটে একটা দৈত্য ছিল?'

'অবশ্যই ছিল।' জবাব দিল জর্জ।

'কত বড়?'

'দুই সেন্টিমিটার লম্বা।'

'কিন্তু সে তো এক ইঞ্চির চেয়েও কম।'

'ঠিক বলেছেন। এক ইঞ্চিতে ২.৫৪ সেন্টিমিটার।'

'মানে আমি জানতে চাইছি দুই সেন্টিমিটার দানবটা আসলে কী জিনিস।'

'ছোট জিনিস,' বলল জর্জ। 'তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।'

'ওর নাম কি?'

'অ্যাজাজেল— এক বন্ধুবৎসল দানব। সে তার অসাধারণ শক্তি দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে চায়। তবে আমাকে সে ধনী বানাবে না। অথচ বন্ধুত্বের খাতিরে এটাই তার সবার আগে করা উচিত ছিল। সে বলে তার শক্তি শুধু পরের মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করা যাবে।'

'কাম অন, জর্জ। কথাটা দার্শনিকের মতো হয়ে গেল না?'

জর্জ একটা আঙুল রাখল ঠোঁটের ওপর। 'ওভাবে বলবেন না। তাতে অ্যাজাজেল অপমানিত বোধ করবে। সে বলে তার দেশ খুব সভ্য, সুন্দর। সে দেশের বাসিন্দারা বেশ দয়ালু। অ্যাজাজেল তার দেশের শাসনকর্তাকে সাংঘাতিক সম্মান করে। তবে নাম বলতে চায় না। শুধু বলে সর্বেসর্বা।'

'অ্যাজাজেলও কি খুব দয়া দাক্ষিণ্য করে বেড়ায়?'

'যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব। আমার গড ডটার জুনিপার পেনের কথাই ধরুন—'

'জুনিপার পেন?'

'হ্যাঁ, আপনার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছি পারছি গল্পটা শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন। ঠিক আছে, বলছি।'

'জুনিপার পেন তখন কলেজে পড়ে,' বলল জর্জ। বড় বড় চোখ, মিষ্টি, নিষ্পাপ চেহারার একটি মেয়ে। বাস্কেটবল টিমের লম্বা, সুদর্শন ছেলেগুলোর প্রত্যেকে দুর্বল ছিল জুনিপারের প্রতি।


www.banglainternet.com

তবে জুনিপার পছন্দ করতো লিয়েন্ডার থমসনকে। বেশ লম্বা, হাত জোড়া হাঁটু ছুঁয়েছে, বৃষস্কন্ধ। লিয়েন্ডারের খেলাই আসলে দেখতে যেত জুনিপার। গ্যালারিতে বসে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিত।

জুনিপারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। আমাকে লিয়েন্ডারের কথা বলল একদিন।

'ওহ, আঙ্কেল জর্জ,' বলল জুনিপার, 'লিয়েন্ডারকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি। দেখি একদিন সে পৃথিবীর সেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড় হয়ে গেছে। পেশাদার খেলোয়াড় দলের প্রধান আকর্ষণ সে, তাকে নিয়ে বড় বড় চুক্তি হয়েছে। স্বপ্ন দেখি আমি একটি ছোট বাড়ির মালিক হয়েছি। বাড়ির দেয়ালে আঙুর লতা ঝুলছে। আমার বাড়িতে কয়েকজন চাকর থাকবে। তারা সব কাজ করে দেবে। কবে, কখন কী পোশাক পরব দিন, হপ্তা, মাস হিসেবে সব সাজানো গোছানো থাকবে—'

আমি ওকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। 'তোমার স্বপ্নে ছোট্ট একটু গলদ রয়ে গেছে, সোনা। লিয়েন্ডার কিন্তু খুব একটা ভালো বাস্কেটবল খেলে না। কাজেই বিশাল অঙ্কের বেতনের চুক্তিতে যাবার সম্ভাবনাও তার নেই।'

অসন্তোষ ঠোঁট ফোলাল জেনিফার। 'ও কেন ভালো খেলোয়াড় হল না?'

'তার যতটুকু যোগ্যতা সে তাই হতে পেরেছে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। সত্যি ভালো খেলে এমন কোনো বাস্কেটবল খেলোয়াড়কে তুমি খুঁজে নিচ্ছ না কেন? কিংবা ওয়ালস্ট্রীটের কোনো তরুণ এবং সৎ ব্রোকারকেও বেছে নিতে পার।'

'আমি আসলে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছিও, আঙ্কেল। কিন্তু লিয়েন্ডারকেই আমার বেশি পছন্দ। মাঝে মাঝে তার কথা মনে হলে ভাবি দুনিয়ায় টাকাটাই কি সব?'

অ্যাজাজেলকে জুনিপারের কথা খুলে বললাম আমি। সে সব শুনে-টুনে প্রশ্ন করল, 'বাস্কেটবলটা কি জিনিস? বাস্কেটের মতো দেখতে কোনো বল? যদি তাই হয়, তাহলে বাস্কেটটাই বা কী জিনিস?'

বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম আমি। সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর জানতে চাইল, 'আমাকে বাস্কেটবল খেলা দেখান যাবে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলাম আমি। 'আজ রাতেই একটা খেলা আছে।



www.banglainternet.com

লিয়েন্ডার একটা টিকিট দিয়েছে আমাকে। আর তোমাকে পকেটে করে নিয়ে গেলেই চলবে।'

'বেশ,' বলল অ্যাজাজেল। 'খেলা দেখতে যাবার আগে আমাকে ডাক দিও। আমি এখন গোসলটা সেরে নিই,' বলে বাথটাবে শুয়ে পড়ল ও। টার্কিশ বাথ নিচ্ছিল অ্যাজাজেল।

সে রাতে বাস্কেটবল খেলা দেখতে গেলাম আমি অ্যাজাজেলকে পকেটে পুরে। সে পকেটের ওপর মাথা তুলে উঁকি মেরে খেলা দেখল। কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না সে খেয়ালও রাখল। অ্যাজাজেলের গায়ের রঙ টকটকে লাল, মাথায় এক জোড়া শিং আছে। আর আছে একটা লেজ।

বাস্কেটবল আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না। তাই অ্যাজাজেলের ওপর ছেড়ে দিলাম। ও খেলা দেখে যা বোঝে বুঝুক। অ্যাজাজেলের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ।

খেলা শেষে অ্যাজাজেল বলল, 'খেলা দেখে মনে হল অ্যারিনার সবচে' উত্তেজনাকর মুহূর্ত হল যখন ওই অদ্ভুত বলটা একটা আংটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।

'ঠিক ধরেছ,' বললাম আমি।

'তো তোমার গড ডটারের প্রেমিক এই নির্বোধ খেলার হিরো খেলোয়াড় হতে পারবে যদি প্রতিবার সে আংটার মধ্যে বল ছুঁড়ে মারতে পারে?'

'ঠিক।'

অ্যাজাজেল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তার লেজ নাড়ল। 'এ কাজটা অবশ্য তেমন কঠিন নয়। আমার শুধু ওর রিফ্লেক্সগুলো ঠিক করে দিতে হবে অ্যাঙ্গেলে, হাইট ফোর্স ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে—' হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সে। তারপর বলল, 'আমি খেলার সময় তা ব্যক্তিগত কো-অর্ডিনেট কমপ্লেক্স নোট এবং রেকর্ড করে রেখেছি... হ্যাঁ, কাজটা করা সম্ভব। বলা উচিত করা হয়ে গেছে। তোমার লিয়েন্ডারের আংটার মধ্যে বল ফেলতে আর সমস্যা হবে না।'

পরের খেলা দেখার জন্যে উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। জুনিপারকে কিছু বলিনি কারণ অ্যাজাজেলের দানব শক্তির প্রয়োগ এর আগে কখনো করা হয়নি। তাছাড়া পুরোপুরি নিশ্চিতও ছিলাম না কথা মতো কাজ হবে কি না সে ব্যাপারে। আর জুনিপারকে সারপ্রাইজ দেয়ার ইচ্ছের কথা নাইবা বললাম। (তবে সে ঘটনা ঘটার সময় আমার মতোই অবাক হয়ে গিয়েছিল।)



www.banglainternet.com

অবশেষে চলে এল খেলার দিন। আমাদের স্থানীয় কলেজ নার্ডসভিল টেক-এর দলে খেলছে লিয়েন্ডার, প্রতিদ্বন্দ্বী আল কাপুন কলেজ রিফরম্যাটোরি। সবার ধারণা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

তবে লড়াইটা এমন হবে আশা করেনি কেউ। কাপুন ফাইভ প্রথম দিকে এগিয়ে থাকল, আমি আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিলাম লিয়েন্ডারকে। প্রথম দিকে মনে হল সে নিজের হাতজোড়া দিয়ে কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। ড্রিবল করতে গিয়ে হাত থেকে বল ছুটে গেল। ওর রিফ্লেক্স, ধারণা করলাম আমি, এত বেশি সতর্ক ছিল যে পেশিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি লিয়েন্ডার।

তারপর যেন নতুন শরীরটার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিল ও। বলটা ধরল ও, মনে হল পিছলে গেল ওটা হাত থেকে— আর পিছলে গেল যেভাবে! শূন্যে উঠে গেল বল, হুক বা আংটার মধ্যে গিয়ে ধুড়ম করে আছাড় খেল।

দর্শক চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে। লিয়েন্ডার হাঁ করে তাকিয়ে রইল জুতোর দিকে। যেন কী ঘটেছে বুঝে উঠতে পারছেন না।

যাই ঘটুক, সেটাই ঘটতে লাগল। বারবার। লিয়েন্ডার বলে হাত ছোঁয়ান মাত্র ওটা যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বাঁকা হয়ে, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যায় বাস্কেটের দিকে। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যে কেউ বুঝতেই পারে না লিয়েন্ডার কখন বলটা ছুঁড়ে দিল ঝুড়ির দিকে। তবে বার বার লিয়েন্ডারের বল জুতোর মধ্যে ঢুকতে দেখে দর্শকরা মৃগী রোগীর মতো চেঁচাতে শুরু করল। চিৎকার আর থামেই না।

তারপর যা ঘটার ঘটল। খেলা নিয়ে মজা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। দর্শক সারি থেকে অনেকেই বেড়াল ডাক ডাকতে লাগল ; কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা ছাড়া কাপুন রিফরম্যাটোরিকে সমর্থন দিচ্ছিল তারা আপত্তিকর সব মন্তব্য করে বসতেই লেগে গেল হাতাহাতি। গ্যালারির সমস্ত দর্শক জড়িয়ে পড়ল মারামারিতে।

ভুলটা আমারই। অ্যাজাজেলকে বোঝাতে ভুল করেছিলাম। আর অ্যাজাজেল বুঝতে পারেনি মাঠের দুটো ঝুড়ি এক রকম নয় ; একটা হোম বাস্কেট, বাকিটা ভিজিটর্স বাস্কেট। আর বলটা লিয়েন্ডার যে বাস্কেটের কাছে ছিল, সেদিকে ছুটে গিয়েছে। ফলে যা হয়েছে, লিয়েন্ডার বারবার ভুল বাস্কেটে বল ছুঁড়েছে।



www.banglainternet.com

নার্ডসভিল কোচ ক্লজ ('পপ') ম্যাকফ্যাং-এর নিষেধ সত্ত্বেও একই কাজ করে চলছিল লিয়েন্ডার। শেষে রাগের চোটে লিয়েন্ডারের গলা টিপে ধরে কোচ। তার হাত থেকে লিয়েন্ডারকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে সে আরেক হাঙ্গামা।

বাস্কেটবলের মাঠ থেকে পালিয়ে আসার পরে আর ওমুখো হয়নি লিয়েন্ডার। মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সব ঘটনা ভুলে থাকতে চায় সে। তারপর পড়াশোনায় মন দেয়। সারাক্ষণই তাকে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখা যায়।

এত কিছুর পরেও জুনিপার ভুলতে পারেনি লিয়েন্ডারকে। গ্রাজুয়েশন শেষ করে ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। লিয়েন্ডার ফিজিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি নেয়।

জুনিপারকে নিয়ে লিয়েন্ডার বর্তমানে পশ্চিমের কোথাও ছোট একটা বাড়িতে থাকছে। লিয়েন্ডার ওখানে পদার্থবিদ্যা পড়ায় আর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে। বছরে তার আয় ৬০,০০০ ডলার। আগামীতে নোবেল প্রাইজের প্রার্থী হতে পারে লিয়েন্ডার এমন কানাঘুষাও শোনা যায়।

জুনিপার তার স্বামী সম্পর্কে কখনো কোনো নালিশ করেনি, সব সময় বিশ্বস্ত থেকেছে। তবে আমি জানি মাঝে মাঝে ও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবে এ জনমে বোধহয় আর তার স্বপ্নের বাড়ি করা হল না।

'এই হল গল্প,' ওয়েটারের ফিরিয়ে দেয়া বাকি টাকা গুনে নিতে নিতে বলল জর্জ। ক্রেডিট-কার্ড রশিদ থেকে দামের পুরোটা টুকে নিল সে একটা কাগজে। 'আপনার জায়গায় আমি হলে,' যোগ করল সে, 'ভালো রকম বকশিশ দিতাম বেয়ারাকে।'

আমি দিলাম। জর্জ মুচকে হাসল। তারপর চলে গেল ভাংতি টাকাটা পকেটে পুরেই। তাতে অবশ্য কিছু মনে করলাম না। জর্জ বিনে পয়সায় খেয়েছে, তবে আমি একটা চমৎকার গল্প পেয়ে গেছি যা নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে আজকের ভোজের খরচের কয়েকগুণ বেশি তুলে নিতে পারব।

সত্যি বলতে কি, এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিলাম এখন থেকে সুযোগ পেলেই ডিনারে দাওয়াত দেব জর্জকে।

**অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**


www.banglainternet.com